দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ MAY 01 2000

চবি সঙ্কটে সকল মহল উদ্বিগ্ন
প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অচল থাকার ১৩৩ দিন অতিবাহিত হয়েছে রবিবার। মাত্র ৩৪ জন ছাত্র নামের সন্ত্রাসী এবং বিভিন্ন মামলার চিহ্নিত আসামীকে ক্যাম্পাসমুক্ত করার ঘটনা নিয়ে কার্যকর কোন সিদ্ধান্ত না হওয়ার জের হিসাবে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন চরম অনিশ্চয়তায় ডুবে রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সচলের দাবিতে স্বাভাবিক পন্থার মিটিং, মিছিল শেষ করে অবস্থান ধর্মঘট এবং পরে প্রতীকী কফিন মিছিল, গলায় প্রতীকী ফাঁস লাগিয়ে মিছিল শেষে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা শনিবার ও রবিবার থেকে পৃথক দু'টি আমরণ অনশন শুরু করেছে। অভিভাবকদের পক্ষে অবস্থান ধর্মঘট ও সড়ক অবরোধ করা হয়েছে। সর্বশেষ ভিসি শিক্ষকদের নিয়ে যে বৈঠক করেন তাতেও সফলতা আসেনি। রবিবার শুরু হয়েছে সিন্ডিকেট বৈঠক। সিন্ডিকেট সদস্যরা আমরণ অনশনকারীদের অনশন ভাঙ্গার প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। এর ফলে এখন চবি চ্যান্সেলর ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জরুরী ও কার্যকর হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই বলে একাধিক সূত্রে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক, প্রশাসন সকলেই একযোগে বিশ্ববিদ্যালয় সচল করার জন্য এখন সোচ্চার। অথচ সচল হচ্ছে না। প্রতিবন্ধকতা কোথায়? কারা প্রধান প্রতিবন্ধক? এদের শক্তি কোথায়? কারা এদের গডফাদার? এদের হিংস্র ছোবল গুঁড়িয়ে দিতে শক্তির অভাব কোথায়? এ নিয়ে সর্বত্র প্রশ্ন উঠেছে।

যে যে দল করুক, গ্রুপ সমর্থক হোক অধিকাংশই যখন সচল করার পক্ষে সেখানে যে কোন অপশক্তি নিশ্চিহ্ন করে দেয়া যায়। অথচ দুর্ভাগ্যজনকভাবে সরকার একেবারে নীরব। বিরোধীদলীয় জোটনেত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সনও সম্প্রতি তাঁর চট্টগ্রাম সফরকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবি করে গেছেন।

মৌলবাদী শিবির '৯৯ সালের ১৯ ডিসেম্বর থেকে লাগাতার অবরোধ ডেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থার সূচনা করে। পরবর্তীতে শিবিরের নেতৃত্বে ছাত্রদল, ছাত্রসমাজ, ইসলামী ছাত্র মজলিস, গণতান্ত্রিক ছাত্রলীগ নিয়ে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য গঠন করে এ অচলাবস্থা অব্যাহত রেখেছে।

বিরাজমান পরিস্থিতিতে সিন্ডিকেট সভা

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাজমান পরিস্থিতিতে সঙ্কট নিরসনের লক্ষ্যে রবিবার বিকালে উপাচার্যের কার্যালয়ে এক সিন্ডিকেট সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শুরুর পর পরই ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র ফ্রন্টের সমন্বয়ে গঠিত গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য সিন্ডিকেট সভা ঘেরাও করে। রাত সাড়ে ৮টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সিন্ডিকেট সভা এবং ঘেরাও কর্মসূচী অব্যাহত ছিল। সিন্ডিকেট সভার মাধ্যমে আগামী ২ মে থেকে বিশেষ ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় চালুর একটি উদ্যোগ গ্রহণের কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তার অগ্রগতি জানা যায়নি।